Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228021571

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228021571

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ যাকাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228021571 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ যাকাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 228021571

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ....Error! Bookmark not defined.

১.যাকাতের পরিচয় : 6

২.যাকাতের গুরুত্ব: 6

৩.যাকাতের উপকারিতা: 8

৪.নিয়ত করা : 10

৫.যাকাত আদায়কারীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার বর্ণনা: 10

৬.শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করা : 11

৭.যাকাত আদায় না করার শাস্তি: 12

৮.সম্পদের নিসাব / পরিমাণ : 13

৯.যাকাতের পরিমাণ :..13

১০.যাকাত বর্ষ গণনার পদ্ধতি :...14

১১.যাকাত আদায়ের সময় হলে বিলম্ব না করা: 15

১২.যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ: 15

১৩.যাদের উপর যাকাত ফরয নয়:..17

১৪.যাদের যাকাত দেওয়া যাবে না :..18

১৫.যে সব জনকল্যানমূলক কাজে যাকাতে দেয়া যাবে না: 18

১৬.যাকাত বন্টনের খাত সমুহ:..19

১৭.স্বর্ন ও রুপার যাকাত : 21

১৮.নগদ অর্থ ও ব্যবসার পণ্যের যাকাত: 21

১৯.বিনিময়যোগ্য সম্পদ: 22

২০.আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক আমানত: 22

২১.ঋণ ও মূল্যবান সামগ্রী:...22

২২.ব্যবসায়িক ও কৃষিভিত্তিক সম্পদ:..23
২৩.জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত:..23
২৪.কৃষিপণ্যের যাকাতের নেসাব 24
২৫.খাজনার জমিতে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের বিধান: 25
২৬.গবাদি পশুর যাকাত আদায়ের পদ্ধতি : 25
২৭.অন্যের মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে কি যাকাত আদায় হবে? 28
২৮.হজ্বের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদির জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত: 29
২৯.ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে: 29
৩০.যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয়...30
৩১.বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা দোকানের ফার্নিচারের যাকাত: 30
৩২.ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে সব ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করা হয়:.....................31
৩৩.যে সব পণ্য ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় : 31
৩৪.অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপর্জন করা টাকার যাকাত:...31
৩৫.ঋণ ও পাওনা প্রসঙ্গ : 32
৩৬.ধার দেয়া টাকার যাকাত:...33
৩৭.স্বামীর কাছে মোহরনার টাকা বাকি থাকলে: 33
৩৮.স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা স্ত্রীর জন্য নিসাব পরিমাণ হলে: 34
৩৯. স্ত্রীর স্বর্ণঅলংকারের যাকাত কে দিবে? 34
৪০.যাকাতের উদ্দেশ্যে রাখা এমন টাকা খরচ হলে: 35
৪১.যাকাতের টাকা হারিয়ে গেলে :..35
৪২.টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যদি যাকাত আদায় করতে চাই: 35
৪৩.হিসেবের অতিরিক্ত টাকা যাকাত দিলে:...36
৪৪.যাকাত এর টাকা দেয়ার সময় যাকাত গ্রহণ কারীকে যদি বলতে সংকোচ বোধ হয়:.36

৪৫.অনুমতি ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়:..37
৪৬.যাকাত দাতা / গৃহকর্তার অনুমতি ও অনুমতি ছাড়া যাকাত আদায়:..........................37
৪৭.পাওনা টাকা যাকাতের নিয়তে মাফ করা যাবে কিনা :...37
৪৮.দোকান ভাড়া দেয়ার সময় যে সব এডভান্সের টাকা নেয়া হয় তার যাকাত কে দিবে? 38
৪৯.বিকাশ / নগদের মাধ্যমে কেউ যাকাতের টাকা পাঠাতে চাইলে:..............................40
৫০.যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম : 40
৫১.অতীত এ যে সব যাকাত আদায় হয় নি:..41
৫২.আত্মীয়-স্বজন কে যাকাত দেয়া: 42
৫৩.সফরে থাকা অবস্তায় কেউ বিপদগ্রস্থ হলে :...42
৫৪.নিজ শহরের চেয়ে অন্য শহরের মুসলমানরা অধিক নিঃস্ব হলে :..............................42
৫৫.কাউকে যাকাত দেয়ার পর সন্দেহ হলে:...43
৫৬.যাকাত গ্রহণ কারীকে যাকাত দেয়ার ব্যপারে সতর্ক হওয়া: 44
৫৭.যাকাত পাওয়া অসহায় গরীব দুঃখীদের অধিকার :..44
৫৮.পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক :...45
৫৯.আল্লাহর রহমত লাভ : 46
৬০.সফলতার পথ : 46
৬১.আল্লাহর সাহায্যের উপযুক্ত :...47
৬২.যাকাত সম্পদ পবিত্র করে :..47
৬৩.যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে : 48
৬৪. যাকাত ধনীদের পরিশুদ্ধ করে : 48
৬৫.যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে :..49
৬৬.যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারী :..49

৬৭.যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম : 50

৬৮.যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান মাধ্যম : 50

৬৯.যাকাতুল/সাদক্বাতুল ফিতর: 51

৭০.সাদক্বাতুল ফিতর কার উপর ফরয :..51

৭১.সাদক্বাতুল ফিতরের পরিমাণ : 52

৭২.সাদক্বাতুল ফিতর দেয়ার সময়:...53

৭৩.খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় :...53

৭৪.খাদ্য মূল্য দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান:...54

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আস-সালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহী ওয়া বারকাতুহ, সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীন এর জন্য। এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর জন্য অসংখ্য দরুদ ও সালাম দিয়ে আমি আমার লেখা শুরু করছি। কুরআন, হাদীস, কিতাব এবং ফিকহ এর বইসমুহ সহ, সম্মানিত আলেম ওলামাদের যাকাত বিষয়ে শরয়ী মাসাআলার উদ্ধৃতিতে আমি যতটুকু জানতে ও বুঝতে পেরেছি ততটুকু লেখার চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ। সুতরাং যাকাতের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার কোন ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন।

১.যাকাতের পরিচয় :

যাকাত আরবি ভাষা زكاة শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, উন্নতি, বরকত, আর আরবি ভাষায়: زكاة ألمال, "শব্দের অর্থ হলো সম্পদের যাকাত" ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে, গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়। সাধারণত নির্ধারিত সীমাতিক্রমকারী সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা (১/৪০). অংশ বছর শেষে বিতরণ করতে হয়। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদশালীদের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয বা আবশ্যিক হয়। ঈমানের পর পবিত্র কুরআনে নামাজের পরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পূর্ন বিষয় হিসেবে আল্লাহ সুবহানা ওতায়ালা যাকাত এর কথা উল্লেখ করেছেন ।

২.যাকাতের গুরুত্ব:

দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ, ঠিক তেমনিভাবে আর্থিক ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যাকাত। সীমাহীন গুরুত্বের কারণে এই দুইটি ইবাদতের কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। তাই ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। উদ্দেশ্য হ’ল- মানুষ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান; যার অন্যতম স্তম্ভ হ’ল যাকাত। যা আদায় করা সামর্থ্যবান সকলের উপর অপরিহার্য।

সুতরাং যাকাত হল ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত। কুরআন মজীদে বহু স্থানে সালাত-যাকাতের আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য অশেষ সওয়াব, রহমত ও মাগফিরাতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।
সূরাঃ আল-বাকারা : **১১০**

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।
[সূরাঃ আন-নূর : ৫৬]

হাদিসে এসেছে,
আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন, মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) নিকট যাচ্ছো। প্রথমতঃ তাদেরকে এ লক্ষ্যে দীনের প্রতি আহবান করবে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।

যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের সামনে এই ঘোষণা দেবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামাজ) ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভাল ভাল মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, মাযলূমের ফরিয়াদ হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা মাযলূমের ফরিয়াদ আর আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন আড়াল থাকে না।
(সহীহ বুখারী, মুসলিম)

৩.যাকাতের উপকারিতা:

যাকাতের উপকারিতার মধ্যে অন্যতম হলো, যাকাত ধনী ও গরীবের মধ্যে ভালোবাসার সেতু বন্ধনকে সু-দৃঢ় ও মজবুত করে। কারণ, সাধারণত মানুষের স্বভাব হলো, যে তার প্রতি দয়া করে, তাকেই সে মহব্বত করে, ভালোবাসে। যাকাতের আরেকটি উপকারিতা হলো, যাকাত আত্মাকে পাক-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে কৃপণতার মতো ঘৃণিত চরিত্র থেকে দূরে থাকা যায়। যেমনটি কুরআনে করীম যাকাতের এ অর্থের দিক ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

যাকাতের আরেকটি উপকারিতা হলো, অভাবগ্রস্ত ও হত-দরিদ্র জন গোষ্ঠীর প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতি করতে একজন মুসলিমকে অভ্যস্ত ও যোগ্য করে গড়ে তোলে।

এবং যাকাতের আরো একটি উপকারিতা হলো, যাকাত দেওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রতিদান অর্জন হওয়া। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।

[সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]

৪.নিয়ত করা :

যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাত প্রদানের নিয়ত করা জরুরি। -রদ্দুল মুহতার ২/২৫৮

৫.যাকাত আদায়কারীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার বর্ণনা:

জারীর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কাছে যাকাত আদায়কারী আসলে তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর, যাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়।
(সহিহ মুসলিম হাদীস)

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে
আল্লাহ সুবহানা ওতায়ালা ঈমানদারদের সতর্ক করেছেন তারা যেন অসংযত আচরণের মাধ্যমে তাদের দান-সদকাকে ব্যর্থ না করে দেয়। যেমন:
পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহ ফলিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-সদকাকে বিনষ্ট করো না। ওই লোকের মতো যে লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে আর ঈমান রাখে না আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর। [সূরা বাকারা : ২৬৪]

৬.শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করা :

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই যাকাত প্রদান করতে হবে। জনসমর্থন অর্জনের জন্য, লোকের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য কিংবা অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। [সূরা বাক্বারা ২৬৪]

যাকাত সঠিকভাবে আদায়ে আল্লাহ বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যাকাত আদায় করো। অত:পর তিনি তা দ্বীগুণ করে দেবেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَاۡ فِىۡٓ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ‌ۚ وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।
[সুরা: আর-রুম,আয়াত : ৩৯]

৭.যাকাত আদায় না করার শাস্তি:

যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা যাকাত আদায় করে না তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত-তার শিকার! যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। যাকাত আদায়ে অবহেলা করলে তাদের কঠোর হুঁশিয়ারি করে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।’ [সূরা তাওবাহ, আয়াত: ৩৪,৩৫]

হাদীসে এসেছে,

আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু’পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেনঃ “আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য

অকল্যাণকর হবে। অচিরে কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।

(সহীহ বুখারী : যাকাত অধ্যায়)

৮.সম্পদের নিসাব / পরিমাণ :

নিসাব হল, ন্যূনতম যতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়।

যেমন,

স্বর্ন : ৭.৫ ভরি (৮৭.৪৮ গ্রাম)

রুপা : ৫২.৫ ভরি (৬১২.৩৬ গ্রাম)

অথবা এর সমমান মূল্যের নগদ অর্থ।

ফসলের ক্ষেত্রে ৫ ওয়াসক ।

আর গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম আছে।

৯.যাকাতের পরিমাণ :

যাকাতের পরিমাণ হলো প্রতি ৪০ টাকায় ১ টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ। ১০০ টাকায় আড়াই টাকা অথবা শতকরা আড়াই শতাংশ। এক হাজার টাকায় পঁচিশ টাকা। এক লাখ টাকায় আড়াই হাজার টাকা। এক কোটি টাকায় আড়াই লাখ টাকা। একশ কোটি টাকায় আড়াই কোটি টাকা। এভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদ অনুযায়ী যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

১০.যাকাত বর্ষ গণনার পদ্ধতি :

যাকাত বর্ষের হিসাব চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী করতে হবে সৌরবর্ষ অনুযায়ী নয়। কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে, যে তারিখে মালিক হবেন, চান্দ্রবর্ষ হিসেবে এক বছর পর সে তারিখই তার যাকাতবর্ষ নির্ধারিত হবে।

যেমন কেউ ২০ রমযান নেসাবের মালিক হলে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী বছরের ২০ রমযান তার যাকাতবর্ষ হবে। যাকাতবর্ষের অর্থ হচ্ছে এখন থেকে প্রতি বছর এই তারিখে তার মালিকানায় যাকাতযোগ্য যত সম্পদ থাকবে, সব সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের মাঝে যদি তার সম্পদ নেসাব থেকে কমে যায় সেটা ধর্তব্য নয়।

কখনো যদি বছরের মাঝে নেসাবের সম্পদ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ তার হাতে প্রয়োজনীয় তথা ব্যবহৃত সম্পদের বাইরে যাকাতের নেসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো কোনো সম্পদ একদমই না থাকে, তাহলে আগের যাকাতবর্ষ বাতিল হয়ে যাবে। এরপর তিনি নতুন করে যেদিন নেসাবের মালিক হবেন, সেদিন থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর নেসাবের মালিক হওয়ার দিনটি নতুন করে যাকাতবর্ষ নির্ধারিত হবে।

যাকাতবর্ষ পূর্তির দিন যদি তার হাতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে। অর্থাৎ নেসাবের মালিক হওয়ার পর যেদিন এক বছর পূর্ণ হবে, সেদিন যদি তার যাকাতযোগ্য সম্পদ নেসাব পরিমাণ না থাকে, তাহলেও তার আগের যাকাতবর্ষ বাতিল হয়ে যাবে। আবার যেদিন নেসাবের মালিক হবেন, সেদিন থেকে নতুন করে তার যাকাতবর্ষ নির্ধারিত হবে এবং নতুন করে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত ওয়াজিব হবে।

১১.যাকাত আদায়ের সময় হলে বিলম্ব না করা:

বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাকাত আদায়ে বিলম্ব না করা উত্তম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [সূরা মুনাফিকূন : ১০]

১২.যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

ক. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা

সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সম্পদ, মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের উপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার থাকা। যেসকল সম্পদের মালিকানা সুসম্পষ্ট নয়, সেসকল সম্পদের কোনো যাকাত নেই,

খ. সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া

যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, প্রবৃদ্ধিশীল হতে হবে, অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পাবার যোগ্যতাই যথেষ্ট। যেমন: গরু, মহিষ, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ,   ইত্যাদি।

গ. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা

যাকাত ফরজ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত নেসাব পরিমাণ বা এর সমমূল্যের সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ন ও সাড়ে ৫২ তোলা রুপা থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হয়। পশু ও উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ভিন্ন।

ঘ. মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থাকা

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ উদ্ধৃত থাকবে, শুধুমাত্র তার উপরই যাকাত ফরজ হবে। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে:
লোকজন আপনার নিকট মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকটজানতে চায়, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন।
মুহাম্মদ [স.] এর সহচর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ)বলেছেন, অতিরিক্ত বলতে পরিবারের ব্যয় বহনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়।

ঙ. ঋণমুক্ততা

নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলেও ব্যক্তির ঋণমুক্ততা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্থ হন যা, নিসাব পরিমাণ সম্পদও মিটাতে অক্ষম বা নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার চেয়ে কম হয়, তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব হয়। তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটি হলো: যে ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে যেবছর যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করতে হয়, সেবছর সে পরিমাণ ঋণ বাদ দিয়ে বাকিটুকুর উপর

যাকাত দিতে হয়। কিন্তু ঋণ বাবদ যাকাত অব্যাহতি নেয়ার পর অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে।

চ. সম্পদ এক বছর আয়ত্তাধীন থাকা

নিসাব পরিমাণ স্বীয় সম্পদ ১ বছর নিজ আওতাধীন থাকা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত। তবে কৃষিজাত ফসল, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির যাকাত (উশর) প্রতিবার ফসল তোলার সময়ই দিতে হবে।

১৩.যাদের উপর যাকাত ফরয নয়:

অসুস্থমস্তিষ্ক মুসলিমের ওপর এবং নাবালেগ শিশু-কিশোরের ওপরও যাকাত ফরয নয়। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৬১-৪৬২; রদ্দুল মুহতার ২/২৫৯ রদ্দুল মুহতার ২/২৫৮

১৪.যাদের যাকাত দেওয়া যাবে না :

নিজ মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তি, যাঁরা তার জন্মের উৎস, তাঁদের নিজের যাকাত দেওয়া জায়েজ নয়। এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের জাকাত দেওয়া জায়েজ নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অন্যকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নয়। অমুসলিম, বা কাফিরকে যাকাত দেওয়া যায় না। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ও তার নাবালক সন্তানকে যাকাত দেওয়া যাবে না। (রদ্দুল মুহতার)

১৫.যে সব জনকল্যানমূলক কাজে যাকাতে দেয়া যাবে না:

যাকাত দেয়ার নিয়ম হল যাকাতের হকদার ব্যক্তি কে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়া। নিম্নের সামাজিক কাজ গুলোতে যেহেতু যাকাতের টাকা কাউকে নির্দিষ্ট করে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়না তাই এসব কাজে যাকাত দেয়া যাবে না।

যেমন: মসজিদ-মাদরাসা, পুল, রাস্তা, হাসপাতাল বানানোর কাজে এবং মৃতের দাফনের কাজে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না।

১৬.যাকাত বন্টনের খাত সমুহ:

(ক) ফকির: ফকির হলো যারা নিজের ও পরিবারের আবশ্যক প্রয়োজনীয় খাদ্য বা আসবাবপত্রের সামান্য কিছু পায় না।

(খ) মিসকীন: যারা নিজের ও পরিবারের আবশ্যক প্রয়োজনীয় খাদ্য অথবা আসবাবপত্রের কিছু পেয়ে থাকে বা অর্ধেকের বেশি পায়, তবে তাদের অভাব থাকে।

(গ) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী: যারা যাকাতের সম্পদ পাহারা দেন, যাকাত জমা করেন, অভাবগ্রস্তদের মাঝে বণ্টন করেন ইত্যাদি যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি যাদেরকে বাইতুল মাল থেকে বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি।

(ঘ) দীনের প্রতি যাদের অন্তর আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য: নিজগোত্রে সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র এমন নেতৃবর্গ যাদেরকে অর্থদান করলে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার অথবা তাদের ঈমানে মজবুতি সৃষ্টি হওয়ার অথবা তাদের অনুরূপ কারো ইসলাম গ্রহণ আশা করা যায়।

(ঙ) গোলাম আযাদ / ক্রিতদাস মুক্তি: যে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমন দাসকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যাবে।

(চ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি: যে ব্যক্তি এমন ঋণগ্রস্থ যে, ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

(ছ) আল্লাহ রাস্তায় জিহাদকারী: (আল্লাহর রাস্তা) বলতে বুঝায় আল্লাহর রাস্তায় বিনা বেতনে জিহাদকারী লোক, আল্লাহর পথের দা'য়ী ও তাদের কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যয়ে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হবে।

(জ) মুসাফির: সফর অবস্থায় যে নিঃস্ব ও অর্থশূন্য হয়ে পড়েছে এবং নিজ দেশে যাওয়ার কোনো সম্পদ তার কাছে নেই এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে।

যাকাত বন্টনের খাত সমুহের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছ,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা ৬০]

১৭.স্বর্ন ও রুপার যাকাত :

স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হল বিশ মিসকাল। -সুনানে আবু দাউদ ১/২২১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৭৭, ৭০৮২
আর রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হল দু'শ দিরহাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৭৯
অর্থাৎ, আধুনিক হিসাবে স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত ভরি। ৭.৫ ভরি (৮৭.৪৮ গ্রাম) এবং
রুপা: ৫২.৫ ভরি (৬১২.৩৬ গ্রাম) এ পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা থাকলে যাকাত দিতে হবে।

তবে স্বর্ণ ও রুপা কোনটা যদি নেসাব পরিমাণ না থাকে অথবা কিছু স্বর্ণ আর কিছু রুপা এভাবে থাকে যার বর্তমান মূল্য রুপার নেসাব এর সমান হয় তাহলে রুপার নেসাবকে মানদন্ড ধরে যাকাত আদায় করতে হবে।

১৮.নগদ অর্থ ও ব্যবসার পণ্যের যাকাত:

সম্পদের নিসাব হলো-
স্বর্ন : ৭.৫ ভরি (৮৭.৪৮ গ্রাম)
রুপা : ৫২.৫ ভরি (৬১২.৩৬ গ্রাম)
নগদ টাকা বা ব্যবসার পণ্য: উভয়ের মধ্যে যেকোনো একটির মূল্যের সমপরিমাণ।
নিম্নলিখিত সম্পদগুলো যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে ও যাকাতযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে—

১৯.বিনিময়যোগ্য সম্পদ:

বৈদেশিক মুদ্রা, ট্রাভেলার্স চেক, ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, শেয়ার সার্টিফিকেট, কোম্পানি শেয়ার, ডিও লেটার, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, ট্রেজারি বন্ড ইত্যাদি।

২০.আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক আমানত:

সঞ্চয়ী হিসাব, চলতি হিসাব, মেয়াদি সঞ্চয়, কিস্তিতে জমাকৃত অর্থ, এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট), পোস্টাল সঞ্চয়ী, বিশেষ সঞ্চয়, পেনশন স্কিম, প্রভিডেন্ট ফান্ড (সরকারি বা স্বেচ্ছা), ডিভিডেন্ড—যা নগদায়ন করলে প্রাপ্ত অর্থ।

২১.ঋণ ও মূল্যবান সামগ্রী:

ফেরতযোগ্য ঋণ, ব্যবসার পণ্য, মূল্যবান শোপিস, হীরা-জহরত,মুক্তা, মণি-মাণিক্য এসবের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

২২.ব্যবসায়িক ও কৃষিভিত্তিক সম্পদ:

নার্সারি, হর্টিকালচার, বীজ উৎপাদন খামার, কৃষি খামার, বনজ বৃক্ষ খামার, ফলদ ও ঔষধি গাছের খামার, চা-বাগান, রাবার বাগান, তুলা ও রেশম খামার, আগরগাছের বাগান, অর্কিড নার্সারি, ফুল বাগান, মুরগির খামার, মাছের খামার ইত্যাদি। ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে।

২৩.জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের যাকাত:

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমরা যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত’ *[বাক্বারাহ ২৬৭]*

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

‘তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন; এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল কাটার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না’ *[আন‘আম ১৪১]*

হাদীসে এসেছে,

যে সকল শস্য জমিতে উৎপন্ন হয় তা যদি মানুষের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তা গুদামজাত করা যায়, সে সকল শস্যেই কেবল যাকাত ফরয।

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) গম, যব, কিসমিস এবং খেজুর এই চারটি শস্যের যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত চারটি শস্যের যাকাতের কথা বলা হলেও এই চারটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ওযন ও গুদামজাত সম্ভব সকল শস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি।

২৪.কৃষিপণ্যের যাকাতের নেসাব

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

'পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন ফসলের যাকাত নেই'।

'ওয়াসাক'-এর পরিমাণ : ১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা'। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০×৫=৩০০ সা। ১ সা' সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ সা' সমান ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয। (বুখারী হাদীস)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।(বুখারী হাদীস)

২৫.খাজনার জমিতে উৎপাদিত শস্যের যাকাতের বিধান:

যে জমির খাজনা দিতে হয় সে জমি হতে উৎপাদিত শস্যের ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে।
ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘খাজনা হল জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হল ফসলের উপর’।

২৬.গবাদি পশুর যাকাত আদায়ের পদ্ধতি :

গবাদি পশুর যাকাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:
এক. গোশত খাওয়া কিংবা হালচাষ ও বাহন ইত্যাদির মতো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য পালিত পশুর যাকাত দিতে হয় না। -আলবাহরুর রায়েক: ২/২২৯; রদ্দুল মুহতার: ২/২৭৬, ২৮২
দুই. পক্ষান্তরে যদি কেনা-বেচার মাধ্যমে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে পশু সংগ্রহ করা হয়, তাহলে ব্যবসাপণ্য হিসেবে এগুলোর মূল্যের উপর যাকাত দিতে হয়। বছর শেষে যাকাতযোগ্য অন্যান্য সম্পদের সাথে সবগুলো পশুর বর্তমান আনুমানিক বাজারমূল্য হিসেব করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা ২.৫০% যাকাত দিতে হবে। -আলবাহরুর রায়েক: ২/২২৯
তিন. উপর্যুক্ত দুই উদ্দেশ্য ছাড়া দুধ উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির মতো কোনো উদ্দেশ্যে পশু প্রতিপালন করলে, সেগুলো যদি ‘সায়েমা’ হয়, অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরিয়ে বিনা মূল্যের খাবার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহলে সেগুলোর উপর যাকাত দিতে হবে সংখ্যা হিসেবে। এমন কয়টি ‘সায়েমা’ পশু থাকলে কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, তা নিম্নে আলোচনা করা হল।
পক্ষান্তরে এই পশুগুলো যদি ‘আলুফা’ হয়, অর্থাৎ বছরের অর্ধেক কিংবা তার বেশি সময় অর্থ বা শ্রম দিয়ে সংগৃহীত খাবার দ্বারা লালন পালন করতে হয়, তাহলে সেগুলোর যাকাত দিতে হবে না। -তাবয়িনুল হাকায়েক: ১/২৫৯, আলবাহরুর রায়েক: ২/২২৯, রদ্দুল মুহতার: ২/২৭৫

‘সায়েমা’ পশুর মধ্যে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া-দুম্বা এবং উট—এই ৬ প্রকার পশুর যাকাত দিতে হয়। ঘোড়ার যাকাতের ক্ষেত্রে আম্বিয়া কেরামের মধ্য মতভেদ রয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো পশু যেমন গাধা, খচ্চর ইত্যাদির যাকাত দিতে হয় না। -রদ্দুল মুহতার: ২/২৮২

সায়েমা পশু কয়টি থাকলে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হয়?

সায়েমা উটের যাকাত: উটের ক্ষেত্রে নেসাব শুরু হয় পাঁচ সংখ্যা থেকে। ৫টি উটের কম থাকলে যাকাত আসে না।

৫ থেকে ৯ টি উট থাকলে বছর শেষে এক বছর বয়সী একটি মধ্যম মানের নর বা মাদি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১০ থেকে ১৪টি উট থাকলে এমন ২টি ছাগল দিতে হবে।

১৫ থেকে ১৯টি উট থাকলে থাকলে ৩টি ছাগল দিতে হবে।

২০ থেকে ২৪টি উট থাকলে ৪টি ছাগল দিতে হবে।

২৫ থেকে ভিন্ন হিসাব শুরু।

২৫ থেকে ৩৫টি উট থাকলে উটের এক বছর বয়সী একটি মধ্যম মানের মাদি বাচ্চা দিতে হবে।

৩৬টি উট থাকলে উটের দুই বছর বয়সী একটি মধ্যম মানের মাদি বাচ্চা দিতে হবে।

এভাবে ৪৬, ৬১, ৭৬ ও ৯১ এ ভিন্ন ভিন্ন হিসাব রয়েছে। হিদায়া: ১/৩০২; রদ্দুল মুহতার: ২/২৭৮

সায়েমা গরু–মহিষের যাকাত: গরু মহিষের নেসাবের হিসাব এক। এ ক্ষেত্রে নেসাব শুরু হয় ত্রিশ থেকে। ৩০টির কম হলে যাকাত আসে না।

৩০ থেকে ৩৯টি থাকলে এক বছর বয়সী একটি মধ্যম মানের নর বা মাদি বাছুর দিতে হয়।

৪০ থেকে ৫৯টি থাকলে দুই বছর বয়সী একটি দিতে হবে।

৬০টি থাকলে এক বছর বয়সী দুটি দিতে হয়। এভাবে যত সংখ্যা বাড়বে, হিসেব পরিবর্তন হতে থাকবে। -

হিদায়া: ১/৩০৪; রদ্দুল মুহতার: ২/২৮০

উল্লেখ্য, গরু মহিষ প্রত্যেকটি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক উভয় অবস্থায় যাকাত দিতে হবে।

দুই প্রকার মিলিয়ে নেসাব হওয়ার ক্ষেত্রে গরু-মহিষ যেটির সংখ্যা বেশি হবে সেটি দ্বারা যাকাত আদায় করবে। যেমন গরু ২০টি আর মহিষ ১০টি থাকলে যাকাত হিসেবে গরুর বাছুর দিবে। পক্ষান্তরে মহিষ ২০টি আর গরু ১০টি থাকলে মহিষের বাচ্চা দিয়ে যাকাত আদায় করবে।

গরু-মহিষ উভয়টি যদি সমান সংখ্যায় থাকে (যেমন গরু মহিষ উভয়টি ১৫টি করে মোট ৩০টি), তাহলে যে কোনোটি থেকে দিতে পারবে। তবে গরু-মহিষের মধ্যে যেটির দাম বেশি সেটি থেকে দিতে চাইলে তুলনামূলক কম দামের বাছুর দিলেই হবে। আর যেটির দাম কম সেটি থেকে দিলে তুলনামূলক বেশি দামের বাছুর দিতে হবে।

যেমন গরুর দাম যদি মহিষের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে গরুর বাছুর দিতে চাইলে তুলনামূলক কম মূল্যের বাছুর দিলে হবে। মহিষের বাচ্চা দিলে তুলনামূলক বেশি দামের বাচ্চা দিতে হবে। যাতে যেটিই দিক না কেন, সার্বিক বিবেচনায় মধ্যম মানের হয়। -হিদায়া: ১/৩০৪; রদ্দুল মুহতার: ২/২৮০; আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২৮৫

সায়েমা ছাগল–ভেড়া–দুম্বার যাকাত: ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রেও যে কোনো এক প্রকার থাকুক বা একাধিক প্রকার থাকুক, সর্বাবস্থায় নেসাবের হিসাব এক। এক্ষেত্রে নেসাব শুরু হয় ৪০ থেকে। ৪০টির কম হলে যাকাত দিতে হয় না।

৪০ থেকে ১২০টি থাকলে এক বছর বয়সী মধ্যম মানের একটি নর বা মাদি বাচ্চা দিতে হবে।

১২১ থেকে ২০০টি থাকলে ২টি দিতে হবে।

২০১ থেকে ৩৯৯টি থাকলে ৩টি দিতে হবে

৪০০টি থাকলে ৪টি দিতে হবে।

এভাবে হিসেব পরিবর্তন হতে থাকবে। -হিদায়া: ১/৩০৫, রদ্দুল মুহতার: ২/২৮১

ছাগল-ভেড়া-দুম্বা তিনো প্রকার বা যে কোনো দুই প্রকার মিলে নেসাব পরিমাণ হলে, গরু-মহিষের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ যেটি সংখ্যায় বেশি সেটি থেকে যাকাত দিবে। সমান সমান হলে যে কোনোটি থেকে দিতে পারবে। তবে যে প্রকারটির দাম বেশি সেটি থেকে দিলে তুলনামূলক কম মূল্যের বাচ্চা দিলেই চলবে। আর যে প্রকারটির দাম কম সেটি থেকে দিলে তুলনামূলক বেশি মূল্যের বাচ্চা দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার: ২/২৮১,

২৭.অন্যের মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে কি যাকাত আদায় হবে?

যাকাত নিজ হাতে সরাসরি যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে হবে, এমন ধারণা সঠিক নয়। যাকাত নিজ হাতেও আদায় করা যায়, অন্যের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। কেউ যদি নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করে দেয়ার জন্য উকিল বানান, আর তিনি উপযুক্ত খাতে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দেন, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আলবাহরুর রায়িক ২/২২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/১৬,বর্ষ: ০৪,সংখ্যা: ৯
রমযান ১৪২৯ || সেপ্

২৮.হজ্বের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদির জন্য জমাকৃত অর্থের যাকাত:

হজ্বের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করা হয় সেগুলো পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে এবং নিসাবের ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হবে। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৩২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩২৫

২৯.ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে:

ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক যেমন জমি-জমা, ফ্ল্যাট কিংবা অস্থাবর যেমন মুদী সামগ্রী, কাপড়-চোপড়, অলংকার, নির্মাণ সামগ্রী, গাড়ি, ফার্নিচার, ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী, হার্ডওয়ার সামগ্রী, বইপুস্তক ইত্যাদি, তা বাণিজ্য-দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেওয়া ফরয হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১০৩,৭১০৪

৩০.যে সব জিনিসের ওপর যাকাত ফরয নয়

নিজ ও পোষ্য পরিজনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও বাহনের ওপর যাকাত ফরয নয়।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৯-২০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০২০৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৫

গৃহের আসবাবপত্র যেমন খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, আলমারি ইত্যাদি এবং গার্হস্থ সামগ্রী যেমন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তা যত উচ্চমূল্যেরই হোক না কেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৯৩,৭১০২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৬০; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৫

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখাতে হবে য, যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে না সেগুলোতে যদি সোনা-রুপা সংযুক্ত থাকে তাহলে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে এই সংযুক্ত সোনা-রুপারও যাকাত ফরয হবে।

পরিধেয় বস্ত্র, জুতা যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিও থাকে তবুও তাতে যাকাত ফরয হবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬৫

দোকান-পাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন আসবাবপত্র যা ব্যবসাপণ্য নয়, তার ওপর যাকাত ফরয নয়।

৩১.বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা দোকানের ফার্নিচারের যাকাত:

ফার্নিচারের দোকানে বিক্রির উদ্দেশ্যে যেসব ফার্নিচার রাখা থাকে তা যেহেতু বাণিজ্যদ্রব্য তাই এসবের ওপর যাকাত ফরয হবে।

৩২.ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে সব ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করা হয়:

ঘর-বাড়ি বা দোকানপাট তৈরি করে ভাড়া দিলে তাতেও যাকাত ফরয নয়। তবে এসব ক্ষেত্রে ভাড়া বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর যাকাত দিতে হবে।

৩৩.যে সব পণ্য ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় :

ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য কোনো সামগ্রী যেমন ডেকোরেটরের বড় বড় ডেগ, থালা-বাটি ইত্যাদি ক্রয় করলে তার ওপরও যাকাত ফরয নয়। তবে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত আসবে।

৩৪.অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপর্জন করা টাকার যাকাত:

হারাম টাকার উপর যাকাত আসে না। হারাম টাকা যার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তার কাছে ফেরত পাঠানো আবশ্যক। যদি ফেরত পাঠানো সম্ভব না হয়, তাহলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সমুদয় হারাম টাকা সদকা করে দেয়া আবশ্যক।

অন্যভাবে বললে অবৈধ টাকার বিধান হল, তা মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই টাকা বা সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবকে বা জনহিতকর কোন কাজে দান করে দিয়া।

৩৫.ঋণ ও পাওনা প্রসঙ্গ :

কারো ঋণ যদি এত হয় যা বাদ দিলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। -মুয়াত্তা মালেক ১০৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০০৩, ৭০৮৬, ৭০৮৯, ৭০৯০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৪৭-৫৪৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/৮৩

কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসিদ্ধ মাসআলাটি সকল ঋণের ক্ষেত্রে নয়। ঋণ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ক. প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়। খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়।

প্রথম প্রকারের ঋণ সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব বাকি থাকে কিনা তার হিসাব করতে হবে। নিসাব থাকলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যে সকল ঋণ উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় যেমন কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিল্ডিং বানানো অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে যাকাতের হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের ঋণের কারণে যাকাত কম দেওয়া যাবে না। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৮৭

৩৬.ধার দেয়া টাকার যাকাত:

অন্যকে যে টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে বা ব্যবসায়ী কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করেছে এই পাওনা টাকা পৃথকভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিতভাবে নিসাব পূর্ণ করলে তারও যাকাত দিতে হবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১১-৭১১৩,৭১২১,৭১২৩,৭১২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৮৪-৪৮৬

পাওনা উসূল হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত আদায় করা ফরয হয়। তার আগে আদায় করা জরুরি নয়, তবে আদায় করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৭, ১০৩৫৬

উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওনা উসূল হতে যদি কয়েক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে উসুল হওয়ার পর বিগত সকল বছরের যাকাত আদায় করা ফরয হয়। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১১৬,৭১২৯,৭১৩১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৪৬,১০৩৫৬

৩৭.স্বামীর কাছে মোহরনার টাকা বাকি থাকলে:

বিয়ে-শাদিতে মোহরানার যে অংশ বাকি থাকে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। কিন্তু এই পাওনা স্বামীর ওপর যাকাত ফরয হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের সময় এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না; বরং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬১

৩৮.স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা স্ত্রীর জন্য নিসাব পরিমাণ হলে:

স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা নিসাব পরিমাণ হলেও তা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হয় না। হস্তগত হওয়ার পর যদি আগে থেকেই ঐ মহিলার কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে এখন থেকে বছর গণনা শুরু হবে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে।

স্ত্রী যদি মোহরানা পাওয়ার আগ থেকেই নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক থেকে থাকে তাহলে এই সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানা অন্যান্য টাকা-পয়সা বা সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং সেই সব পুরানো সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

৩৯. স্ত্রীর স্বর্ণঅলংকারের যাকাত কে দিবে?

স্ত্রীর যাকাতের দায় তার নিজের উপরই বর্তায়। স্ত্রীর যদি নেসাব পরিমাণ স্বর্ণ বা রুপা থাকে কিন্তু নগদ টাকা নেই। সেক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রুপা কিছু অংশ বিক্রি করেও তিনি যাকাত দিতে পারেন।

আবার স্বামীও পরিশোধ করতে পারেন, তবে সেটা ঋণ হিসেবে নেয়া যাবে না।

৪০.যাকাতের উদ্দেশ্যে রাখা এমন টাকা খরচ হলে:

যাকাতের উদ্দেশ্যে টাকা পৃথক করে রাখলেও মালিক তা প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। তবে পরে যাকাত আদায়ের সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস।

৪১.যাকাতের টাকা হারিয়ে গেলে :

যাকাতের টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার আগেই তা চুরি হয়ে গেল বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে যাকাত আদায় হয়নি। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৯৩৬,৬৯৩৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৩১-৫৩২; রদ্দুল মুহতার ২/২৭০

৪২.টাকার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যদি যাকাত আদায় করতে চাই:

যার যেটা উপকারে লাগবে সেটা দিয়েই তাকে যাকাত দেয়া উত্তম।
"কারও হয়তো কাপড় লাগবে না, বরং খাবার লাগবে। আবার কারও হয়তো নগদ অর্থ লাগবে। এসব বিবেচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে যা দরকার তা দিয়েই সহায়তা করা দরকার। সেটি না হলে নগদ টাকা দেয়াই ভালো,"
যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ (২.৫%) যাকাত দেওয়া ফরয। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে শতকরা আড়াই টাকা হারে নগদ টাকা দিয়ে যাকাত এর মালিক বানিয়ে দেয়া উত্তম। কিংবা ওই পরিমাণ টাকার কাপড়-চোপড় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিলেও যাকাত আদায় হবে।

সুনানে নাসায়ী হাদীস ২২৩০-২২৩৩; সুনানে আবু দাউদ হাদীস ১৫৭০-১৫৭২; সুনানে তিরমিযী হাদীস ৬২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস ১৮০৩ ; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৩৩-৭১৩৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৩৯-১০৫৮১

৪৩.হিসেবের অতিরিক্ত টাকা যাকাত দিলে:

যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয় স্বেচ্ছায় তার চেয়ে বেশি দিয়ে দিলেও অসুবিধা নেই। এতে যাকাত আদায় এবং বাড়তি দান দু'টোরই সওয়াব পাওয়া যাবে।-মুসনাদে আহমদ হাদীস ২০৭৭; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৬৯০৭

৪৪.যাকাত এর টাকা দেয়ার সময় যাকাত গ্রহণ কারীকে যদি বলতে সংকোচ বোধ হয়:

যাকাত গ্রহণকারীকে একথা জানানোর প্রয়োজন নেই যে, তাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে। যেকোনোভাবে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার পর মালিক যদি মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।-রদ্দুল মুহতার ২/২৬৮

৪৫.অনুমতি ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায়:

অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হবে না। -রদ্দুল মুহতার

৪৬.যাকাত দাতা / গৃহকর্তার অনুমতি ও অনুমতি ছাড়া যাকাত আদায়:

গৃহকর্তা যদি ঘরের লোকদেরকে যাকাত দেওয়ার অনুমতি দিয়ে রাখেন তাহলে তারা যাকাতের নিয়তে কাউকে কিছু দিলে তা যাকাত হিসেবে আদায় হবে। আর যদি পূর্বে অনুমতি না দেওয়া থাকে আর ঘরের লোকেরা যাকাত হিসেবে কিছু দান করে তাহলে যাকে দান করা হল সে সেই অর্থ খরচ করার আগেই যদি গৃহকর্তা অনুমতি পাওয়া যায় তাহলেও তা যাকাত হিসেবে আদায় হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করতে হবে।

৪৭.পাওনা টাকা যাকাতের নিয়তে মাফ করা যাবে কিনা :

কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে কারো কিছু টাকা পাওনা আছে। এখন সে যদি যাকাতের নিয়তে পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তাকে যাকাত দিতে হলে নিয়ম হল, প্রথমে তাকে যাকাত প্রদান করা এরপর সেখান থেকে ঋণ উসূল করে নেওয়া।-আদ্দুররুল মুখতার ২/২৭০; রদ্দুল মুহতার ২/২৭১

ঋণগ্রস্তকেই যাকাতের টাকা প্রদান করা উত্তম। কেননা এতে তাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা হয়। আর কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তি যদি যাকাত থেকে গণ্য করা নিয়ত ছাড়াই ঋণগ্রহীতার ঋণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা আরো উত্তম।-রদ্দুল মুহতার ২/২৭১

৪৮.দোকান ভাড়া দেয়ার সময় যে সব এডভান্সের টাকা নেয়া হয় তার যাকাত কে দিবে?

প্রথমে দেখতে হবে এডভান্সের টাকাটা কী হিসেবে নিয়েছে?

এক. যদি দোকান ভাড়া দেয়ার সময় জামানত (সিকিউরিটি) হিসেবে নিয়ে থাকে তাহলে উক্ত টাকা দোকানের মালিকের কাছে আমানত। অনুরূপভাবে যদি বন্ধক হিসেবে নিয়ে থাকে তাহলেও এটি আমানত। আর আমানতের বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা তথা খরচ করা জায়েয নয়। সে হিসেবে উক্ত টাকা দোকানের মালিকের কাছে থাকলেও তা খরচ করতে পারবে না এবং এর মালিকানা থাকবে ভাড়াটিয়ার। সুতরাং সিকিউরিটি মানির জাকাত প্রতি বছর ভাড়াটিয়া প্রদান করবে।

দুই. কিন্তু আমরা সাধারণত দেখতে পাই, ভাড়াদাতা উক্ত টাকার উপর হস্তক্ষেপ করেন অর্থাৎ, তিনি টাকাটা নিয়ে খরচ করে ফেলেন। যেমন, সুতরাং এটিকে আমানত বলা যায় না। তাছাড়া আমানতের বস্তু আমানত গ্রহীতার কাছে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে এবং এতে তার হাত না থাকলে তা মূল মালিককে ফেরত দিতে হয় না। অথচ ভাড়াটিয়া পরবর্তীতে ওই টাকাটা সর্বাবস্থায় ফেরত পায়। সুতরাং এটিকে কোনোভাবে আমানত বলা যায় না।
অনুরূপভাবে একে ঋণ মনে করারও সুযোগ নেই। কেননা, তখন চুক্তিটি বৈধ হচ্ছে না। কারণ ঋণের বিনিময়ে কারো থেকে উপকার অর্জন করা সুদ। যা নিসন্দেহে হারাম।

তিন. তবে এক্ষেত্রে একে জায়েয পদ্ধতির আওতাভুক্ত করার একটি উপায় আছে। আর তা হল–দীর্ঘ মেয়াদী ভাড়া চুক্তি সম্পাদন। অর্থাৎ ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রতি মাসের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ করে নিবে। তারপর সামনের মাসগুলোর ভাড়া অগ্রিম পরিশোধের নামে এডভান্স মানি দোকানের

মালিককে দেয়া হবে। এরপর প্রতি মাসে ভাড়াটিয়া নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করতে থাকবে। আর যে মাসে দোকান ছেড়ে ভাড়াটিয়া চলে যাবে সে মাসে দোকানের মালিক এর কাছে জমাকৃত এডভান্সের টাকা থেকে ভাড়া হিসেবে কেটে নেয়া হবে। যদি কোনো অর্থ এরপরও বেঁচে যায়, তাহলে মালিক তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

যদি এ উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহলে উক্ত চুক্তিটি এবং এডভান্স হিসেবে ভাড়াটিয়া দোকানের মালিককে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা জায়েয হবে। তখন মৌলিকভাবে উক্ত এডভান্সের টাকার মালিক হবে দোকানের মালিক / ভাড়াদাতা। এবং ভাড়াটিয়ার কোনো মালিকানা বাকি থাকবে না। যেহেতু ভাড়াটিয়া উক্ত টাকার মালিক থাকছে না, তাই তার উপর উক্ত টাকার জাকাত আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে যেহেতু দোকানের মালিক এ টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে, তাই উক্ত টাকা খরচ করা তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে। সেই সাথে উক্ত টাকার যাকাতও দোকান-মালিকের উপর আবশ্যক হবে। (ফিক্বহী মাসায়েল থেকে সংগৃহীত)

৪৯.বিকাশ / নগদের মাধ্যমে কেউ যাকাতের টাকা পাঠাতে চাইলে:

বিকাশের মাধ্যমে কেউ যাকাত আদায় করে থাকলে, বিকাশ চার্জ যাকাত দাতাকেই বহন করতে হবে। অন্যথায় বিকাশ থেকে যে পরিমান চার্জ কেটে রাখা হবে, ওই পরিমাণ যকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ, বিকাশের খরচ বাবদ কেটে রাখা টাকা যাকাত হিসেবে আদায় হবে না। এক্ষেত্রে মুলনীতি হলো, যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, হকদারকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া। যতটুকু সম্পদের মালিক বানানো হবে ততটুকু সম্পদ যাকাত হিসেবে আদায় হবে। (রদ্দুল মুহতার)

৫০.যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম :

কোন ব্যক্তির নিকট নেসাব পরিমাণ মাল এক বছর যাবৎ গচ্ছিত রয়েছে, যার উপর এখন যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই মালিক মৃত্যুবরণ করলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার উপর ওয়াজিব হওয়া যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায়ের পূর্বে ওয়ারিশগণ উক্ত সম্পদের কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা যাকাত ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা পরিশোধ করা ওয়াজিব।

হাদীছে এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاء -
অর্থাৎ এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ্জ করতে মানত করেছিলেন; কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ, (তা আদায় করতাম)। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার।

অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যাকাত আল্লাহর ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা আদায়ের অধিক হকদার।

৫১.অতীত এ যে সব যাকাত আদায় হয় নি:

বিগত বছরগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ নিজ মালিকানাধীন ছিল সে অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের যাকাত পরিশোধ করতে হবে। যদি কেউ প্রতি বছরের সম্পদের হিসাব কত তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন তাহলে সে সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয। যদি সঠিক হিসাব জানতে না পারেন তাহলে সতর্কতার সাথে অনুমান এর ভিত্তিতে হলে ও সে যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত একদিকে আল্লাহ্র ইবাদত, অন্যদিকে ফকিরদের অধিকার। কোন মানুষ যদি যাকাত দিতে অবহেলা করে তাহলে সে দুইটি অধিকার লঙ্ঘন করে, আল্লাহ্র অধিকার এবং ফকিরদের অধিকার বা যাকাতের অন্য যারা হকদার তাদের অধিকার।

এখন কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ বছর যাকাত আদায়ে অবহেলা করার পর তওবা করেন, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র অধিকার থেকে সে সম্ভবত অব্যাহতি পেয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন।” [সূরা শুরা, আয়াত: ২৫]

তবে দ্বিতীয় অধিকারটি বহাল আছে। সেটা হচ্ছে ফকির বা যাকাতের অন্যান্য হকদারের অধিকার। তাই সে ব্যক্তির উপর এ সকল লোকদের কাছে যাকাতের সম্পদ হস্তান্তর করা ওয়াজিব । যদি তার তওবা শুদ্ধ হয় তাহলে আশা করা যায় সে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করার সওয়াব পাবেন। কেননা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রশস্ত।

আর যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী অনুমান করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। উদাহরণস্বরুপ: কারো কাছে যদি ১ বছর ৫ লক্ষ টা থাকে তাহলে তার শতকরা ২.৫% হিসেবে ১২৫০০/ টাকা যাকাত আসবে। এভাবে যত বছর যাকাত আদায় হয়নি প্রত্যেক বছরের সম্পদ অনুযায়ী শতকরা ২.৫% হিসেব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

৫২.আত্মীয়-স্বজন কে যাকাত দেয়া:

আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়াই উত্তম। ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক হাদীস ৭১৬০,৭১৬১,৭১৬৪,৭১৭১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৪২-৫৪৬

৫৩.সফরে থাকা অবস্তায় কেউ বিপদগ্রস্থ হলে :

কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সফরে এসে অভাবে পড়ে গেছে বা মাল-সামান চুরি হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এ ব্যক্তির জন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করাই জায়েয, এর বেশি নয়।

৫৪.নিজ শহরের চেয়ে অন্য শহরের মুসলমানরা অধিক নিঃস্ব হলে :

নিজ শহরের চেয়ে অন্য শহরের মুসলমানরা অধিক নিঃস্বহ হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম হবে।

যাকাতের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী নফল দান-সদকা করা; গরীব আত্মীয়-স্বজন ও দরীদ্র প্রতিবেশী এবং অসহায় মানুষের সহায়তা করাও ইসলামের শিক্ষা।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইব

৫৫.কাউকে যাকাত দেয়ার পর সন্দেহ হলে:

কাউকে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত দরিদ্র ভেবে যাকাত দেওয়ার পর যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, লোকটি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না; তাহলে যাকাত দাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত দরিদ্র মনে করেই যাকাতের সম্পদ দেয়ার কারণে তা আদায় হয়ে গেছে। তাই উক্ত যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। অবশ্য এ ধরনের ব্যক্তির জন্য জেনেশুনে যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কখনো নিয়ে থাকলে তা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কাউকে দিয়ে দেওয়া আবশ্যক।
সহীহ বুখারী, হাদীস ; উমদাতুল কারী ৮/১৮৭; আলমাবসূত, সারাখসী ১০/১৮৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪২; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/১২৭; ফাতহুল কাদীর ২/২১৪; আলবাহরুর রায়েক ২/২৪৭

৫৬.যাকাত গ্রহণ কারীকে যাকাত দেয়ার ব্যপারে সতর্ক হওয়া:

যাকাতের টাকা এমন দরিদ্রকে দেওয়া উত্তম যে দ্বীনদার। দ্বীনদার নয় এমন লোক যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যাকাতের টাকা দেওয়া হলে লোকটি সে টাকা গুনাহের কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

৫৭.যাকাত পাওয়া অসহায় গরীব দুঃখীদের অধিকার :

ইসলাম দুস্থ মানবতা, নিঃস্ব-গরিবের স্বার্থ সংরক্ষণের ন্যায়সংগত অধিকার বা হকগুলো ফরয করে দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি সম্পর্কে যাকাতের নির্দেশনা রয়েছে এবং যাকাতের মাধ্যমে মানবসমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ‘ধন-সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।’
[সূরা আল-হাশর, আয়াত-৭]

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَفِيٓ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ

‘আর তাদের (ধনী লোকদের) সম্পদে অবশ্যই প্রার্থী (দরিদ্র) ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।’
[সূরা আল-যারিআত, আয়াত-১৯]
এক শ্রেণির বিত্তবান লোক ধন সম্পদ ও টাকার পাহাড় গড়বে, আর অপর শ্রেণির গরিব মানুষ চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জরিত হবে, এ ধরনের জঘন্য প্রথা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। ইসলাম ধন দৌলত, অর্থ সম্পদের উদারতা ও ইনসাফের দ্বারা গরিবের ন্যায্য প্রাপ্য, হতদরিদ্রের

হক বা অধিকার ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত করেছে। ধনীদের অর্থ-সম্পদের ওপর গরিবের যে হক রয়েছে, পবিত্র কোরআনে তা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং দানশীলতা' মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি মহৎ গুণ।

যাকাত আদায়ের বহু ফজিলত রয়েছে, যেমন:

৫৮.পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক :

যাকাত প্রদান ঈমান পরিপূর্ণ করার একটি মাধ্যম। যেমন—রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমার ইসলামের (ঈমান) পরিপূর্ণতা হলো তুমি তোমার সম্পদের যাকাত দাও।' (আত-তারগিব ওআত-তারহিব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০১, হাদিস : ১২)

৫৯.আল্লাহর রহমত লাভ :

যাকাত দাতার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘এবং আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে, তাই আমি শিগগিরই তাদের জন্য নিয়ামতসমূহ লিখে দেব, যারা ভয় করে এবং জাকাত দেয়।’

[সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৫৬]

পক্ষান্তরে যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দিলে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি দেওয়াও বন্ধ করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে জাতি তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণিকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হতো না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস)

৬০.সফলতার পথ :

যাকাতদাতা কামিয়াব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনে সফল ব্যক্তিদের পরিচয় বর্ণনায় যাকাতকেও গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘অবশ্যই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা, যারা নিজেদের নামাজে বিনয় ও নম্র এবং যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত আর যারা যাকাত দান করে থাকে।’

[সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-৪]

৬১.আল্লাহর সাহায্যের উপযুক্ত :

যারা যাকাত দেয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর। তারা এমন লোক, যাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রতিটি কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।

[সুরা : হজ, আয়াত : ৪০-৪১]

৬২.যাকাত সম্পদ পবিত্র করে :

রসুল (সা.) বলেছেন, ‘তুমি যখন যাকাত দেবে, তখন তা থেকে তার খারাবি দূর করে দিলে। ’ যারা যাকাত দেয়, তারা সব সময় চিন্তা করে যে তার আয় যেন হালাল হয় এবং উপার্জনের মধ্যে যেন কোনো হারাম না থাকে। এতে যাকাতদাতাদের মধ্যে সম্পদের পবিত্রতা অর্জনের প্রয়াসও সৃষ্টি হয়।

৬৩.যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সুরা: বাকারা -২৬২]

৬৪. যাকাত ধনীদের পরিশুদ্ধ করে :

পবিত্র কোরআনে সুরা তাওবার **১০৩** নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ‘আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দিন। ’ সম্পদশালীরা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মালের পরিশুদ্ধি লাভের পাশাপাশি তাদের মনেরও পরিশুদ্ধি অর্জন করে। গরিব-দুঃখী ও অভাবী মানুষের মধ্যে যাকাত বণ্টনের মাধ্যমে তারা স্বার্থপরতা থেকে যেমন পরিশুদ্ধ হয়, তেমনি তাদের মধ্যে জন্মলাভ করে সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মনোভাব।

৬৫.যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করে :

চুরি, ডাকাতিসহ অর্থ সম্পর্কিত অন্যান্য পাপ সমূহ থেকে মানুষকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল যাকাত। কেননা অর্থ সংকটের কারণেই মানুষ বাধ্য হয়ে চুরি-ডাকাতির মত জঘন্যতম অপরাধ করতে বাধ্য হয়। ধনীরা তাদের সম্পদ থেকে যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ দ্বারা যখন গরীবরেদকে সহযোগিত করবে ও তাদের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে, তখন তারা অবশ্যই উল্লিখিত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

৬৬.যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারী :

পৃথিবীতে মানুষের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হ'ল তার ধন-সম্পদ। আর সে কখনই তা দান করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর নিকটে অধিক প্রিয় না হয়।

৬৭.যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম :

মানুষের সম্পদ যত বেশীই হোক না কেন, যদি তার কোন প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে তাহ'লে সে কখনও তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং যখন তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে সচ্ছল করে, তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকেই অধিক ভালবাসে। এমনকি সম্পদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেহেতু সেই অধিক ভালবাসার বস্তুকে অন্যের জন্য পছন্দ করার মাধ্যমেই পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব। নবী করীম (সঃ) বলেছেন,

তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

৬৮.যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান মাধ্যম :

প্রাচীনকাল হতে মানুষ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনী ও দরিদ্র। ধনী শ্রেণীর সম্পদের আধিক্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আর দরিদ্র শ্রেণী ক্ষীণ হ'তে হ'তে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় নিভে যাওয়া জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। এর কারণ হ'ল, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ দরিদ্রের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনে উৎসাহ দিলেও তা বাধ্যতামূলক করেনি এবং দানের পরিমাণও নির্ধারণ করেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম 'যাকাত' নামে এমন এক বিধান দিয়েছে, যার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রের মাঝে বণ্টন বাধ্যতামূলক করে দারিদ্র্য বিমোচনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم-ْ

‘আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সাদক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রের মাঝে বণ্টন হবে’।

অতএব ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের মাঝে বণ্টনের মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র্য দূর করতে পারে না। বর্তমান সৌদীয়া আরবের দিকে লক্ষ্য করলেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত দরিদ্র মানুষ তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে সেই যাকাতের অর্থ অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে হয়।

৬৯.যাকাতুল/সাদক্বাতুল ফিতর:

ইবাদত পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হ’লে আল্লাহ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারও ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহর ইবাদতের পালনের মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানা ওয়াতায়ালা সাদক্বাতুল ফিতর আদায়ের বিধান রেখেছেন।

৭০.সাদক্বাতুল ফিতর কার উপর ফরয :

সাদক্বাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ফরয। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ পরিমাণ খেজুর

বা যব যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন'।
(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম হাদীস)

ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হ'লে তার পক্ষ থেকে ফিৎরা আদায় করা ফরয। সাদক্বাতুল ফিতর হ'ল জানের সাদক্বা, মালের নয়। বিধায় জীবিত সকল মুসলিমের জানের সাদাক্বা আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি সিয়াম পালনে সক্ষম না হ'লেও তার জন্য ফিতরা ফরয।

৭১.সাদক্বাতুল ফিতরের পরিমাণ :

প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক সা' খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে বের করতে হবে। সা' হচ্ছে তৎকালীন সময়ের এক ধরনের ওযন করার পাত্র। নবী করীম (সঃ)-এর যুগের সা‘ হিসাবে এক সা'-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়। বিভিন্ন ফসলের সা‘ ওযন হিসাবে বিভিন্ন হয়। এক সা‘ চাউল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়। তবে ওযন হিসাবে এক সা‘ গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি ২ কেজি ২২৫ গ্রামের বেশী হয়। ইরাকী এক সা‘ হিসাবে ২ কেজি ৪০০ গ্রাম বর্তমানে আমাদের দেশে এক সা‘তে আড়াই কেজি চাউল হয়।

৭২.সাদক্বাতুল ফিতর দেয়ার সময়:

উত্তম সময়: আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে আদেশ করেছেন লোকেরা ঈদের সালাতে যাবার আগে।

বৈধ সময়: আলেম ওলামাদের মতে 'ঈদের একদিন বা দুই দিন পূর্বে আদায় করা জায়েয'। যা সাহাবীগণের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

ফিতরের সর্বশেষ সময়: ঈদের সালাত শুরু হলে যাকাতুল ফিতরের সময় শেষ হয়। অতএব, যাকাতুল ফিতর সালাতের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়। যদি ঈদের দিন থেকেও সদকা পিছিয়ে দেয় তাহলে গুণাহগার হবে।

৭৩.খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় :

বুখারী শরীফে ইবনে **উমর (রাযি:)** হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: ''আল্লাহর রাসূল যাকাতুল ফিতর স্বরূপ এক সা খেজুর কিংবা এক সা যব ফরয করেছেন মুসলিম দাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড়র প্রতি। আর তা লোকদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বে আদায় করে দিতে আদেশ করেছেন''।
[বুখারী, মুসলিম হদীস, অধ্যায় :যাকাত]
উক্ত হাদীসে দুটি খাদ্য দ্রব্যের নাম পাওয়া গেল যা, দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ফিতরা দেওয়া হত। একটি হচ্ছে খেজুর অপরটি যব। নিম্নে আর একটি হাদীসে এসেছে,
আবু সাঈদ খুদরী (রাযি:) বলেন: আমরা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যাকাতুল ফিতর বের করতাম এক সা খাদ্য দ্রব্য কিংবা এক সা

যব কিংবা এক সা খেজুর কিংবা এক সা পনীর কিংবা এক সা কিশমিশ”
দিয়ে।

[বুখারী- ১৫০৬ মুসলিম-২২৮১]

এই হাদীসে খেজুর ও যব ছাড়া আরও যে কয়েকটি বস্তর নাম পাওয়া গেল তা হল। কিশমিশ, পনির, খাদ্য দ্রব্য দ্বারা। খাদ্য দ্রব্য শব্দটি উল্লেখ হয়েছে বলেই উপরোল্লিখিত দ্রব্যাদি যাদের খাবার নয় তারাও নিজ খাবার দ্বারা ফিতরা আদায় করতে পারবেন।

৭৪.খাদ্য মূল্য দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান:

ইমাম মালিক, শাফে‘ঈ ও আহমদ প্রমুখগণ বলেন, খাবারের মূল্য দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ নয়।

অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, খাদ্যের মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ।

অধিকাংশ আলিম বলেন, মূল্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করলে ফিতরাহ আদায় হবে না, তাদের কথাই সঠিক। দলীল তাদের কথাই বলে। দ্বিতীয়ত যাকাতুল ফিতর একটি ইবাদত, যে ইবাদত যেভাবে আদায় করার নির্দেশ সেভাবে আদায় করাই জরুরি, অন্যথায় শুদ্ধ হবে না।

বস্তুত ইখতিলাফ থেকে বেঁচে থাকা ও শিথিলতা ত্যাগ করে যাকাতুল ফিতর খাবার দিয়ে আদায় করাই উত্তম।

কিন্তু কেউ যদি সহজ ভেবে ও মুসলিমদের প্রয়োজন দেখে টাকা দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করে আমরা তাকে ভর্ৎসনা করি না। কারণ, এতে আলিমদের ইখতিলাফ বিদ্যমান।

মুসলিমদের পরস্পর বিরোধ ত্যাগ করার এটিই পথ। হ্যাঁ, কেউ যদি যাকাতুল / সাদক্বাতুল ফিতর বের করার পূর্বে কারো থেকে জিজ্ঞেস করে, ফিতরাহ কি দিয়ে দিবে, খাবার না টাকা? তখন তাকে এটাই বলা উত্তম সুন্নতের অনুসরণ করে খাবার দিয়ে আদায় করুন। আরও সুন্দর হয়, সামার্থ অনুযায়ী যদি তাকে বলা হয় খাবারের সাথে টাকাও দিন, তাহলে দু'টি মতের ওপর আমল হবে। আল্লাহই সাহায্যকারী, তার নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি আমাদের সদকাসমূহ কবুল করে নেন।

সমাপ্ত